দেশীয় শিল্প বিকাশে ভ্যাটে বড় ছাড়

আগামী অর্থবছরের (২০২১-২২) বাজেটে দেশীয় শিল্পের বিকাশে ভ্যাটে (মূল্য সংযোজন কর) বড় ছাড় আসছে। আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে দেশে হোম এপ্লায়েন্স সামগ্রী এবং তথ্যপ্রযুক্তি পণ্যের উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। এয়ারকন্ডিশন ও রেফ্রিজারেটর উৎপাদনে ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। কৃষি আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে কৃষি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আমদানিতে আগাম কর প্রত্যাহার করা হচ্ছে। অন্যদিকে রাজস্ব আদায় বাড়াতে সিগারেটে নকল-জাল ও পুনঃব্যবহৃত ব্যান্ডরোল ব্যবহার বা ব্যবহারে সহায়তা করলে জেল-জরিমানার বিধান রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি ভ্যাট বিভাগে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলত করে ‘ভ্যাট আইন’ সংশোধন করা হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্রগুলো জানায়, ইলেকট্রনিক্স শিল্পে ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়ায় এ খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে। এখন দেশেই বিশ্বমানের এয়ারকন্ডিশন ও রেফ্রিজারেটর উৎপাদন হচ্ছে। এমনকি বিদেশি ব্র্যান্ডও দেশে কারখানা স্থাপন করেছে এবং অনেক ব্র্যান্ড পরিকল্পনা করছে। এই দুই খাতে বিপুল বিনিয়োগের কারণে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। তাই করোনা পরিস্থিতিতে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দিতে ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধার মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, হোম এপ্লায়েন্স সামগ্রী উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে আগামী দুই বছরের জন্য ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইলেকট্রিক ওভেন, ব্লেন্ডার, জুসার, মিক্সার, গ্রাইন্ডার, ইলেকট্রিক কেটলি, রাইস কুকার, মাল্টি কুকার ও প্রেসার কুকার দেশে উৎপাদন করলে উপকরণ-যন্ত্রাংশ আমদানিতে ভ্যাট দেওয়া লাগবে না।

এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার শিল্পের বিকাশে প্রিন্টার, টোনার কার্টিজ, ইনকজেট কার্টিজ, কম্পিউটার প্রিন্টারের যন্ত্রাংশ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, এআইও, ডেস্কটপ, নোটবুক, নেটপ্যাড, ট্যাব, সার্ভার, কিবোর্ড, মাউস, বারকোড ও কিউআর কোড স্ক্যানার, পিসিবিএ/মাদারবোর্ড, পাওয়ার ব্যাংক, রাউটার,

নেটওয়ার্ক সুইচ, মডেম, নেটওয়ার্ক ডিভাইস/হাব, স্পিকার, সাউন্ড সিস্টেম, এয়ারফোন, হেডফোন, এসএসডি/পোর্টেবল এসএসডি, হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, পেনড্রাইভ, মাইক্রো এসডি কার্ড, ফ্ল্যাশ মেমোরি কার্ড, সিসিটিভি, মনিটর, প্রজেক্টর, প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, ই-রাইটিং প্যাড, ইউএসবি ক্যাবল, ডিজিটাল ঘড়ি, বিভিন্ন প্রকার লোডেড পিসিবি উৎপাদনে ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে।

পাশাপাশি এক হাজার ৬০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে ভ্যাট অব্যাহতির সুবিধা ২০২৬ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে। বর্তমানে যন্ত্রাংশ আমদানিতে আগাম কর দিতে হয়। আগামী বাজেটে সেটিও বাতিল করা হচ্ছে। এছাড়া পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার, মোবাইল ফোন এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ডায়াপারের কাঁচামাল আমদানিতে ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ ২০২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে।

শুধু ভারি ও আইটি শিল্প নয়, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকেও বাজেটে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এর অংশ হিসাবে শর্তসাপেক্ষে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে প্রস্তুতকৃত যন্ত্রাংশ সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। শর্ত হচ্ছে, দেশীয় ভারি শিল্পকে যেসব যন্ত্রাংশ আমদানিতে ভ্যাট ও শুল্ক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলো লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাত উৎপাদনের পর তা সরবরাহ করলে ভ্যাট দিতে হবে না। অবশ্য এ জন্য প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাট নিবন্ধিত হতে হবে এবং রিটার্ন জমা দিতে হবে।

এ বিষয়ে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সরকার ও এনবিআর লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের দিকে তাকানোয় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এ সুযোগ কতটুকু কাজে লাগাতে পাড়বে তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কারণ শিল্পের উপযোগী যন্ত্রাংশ তৈরি করতে হলে অধিকাংশ ব্যবসায়ীর মেশিনপত্র আপগ্রেড করতে হবে। এ জন্য প্রচুর বিনিয়োগের প্রয়োজন। সমস্যা হচ্ছে, ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যাংক টাকা দিতে চায় না। অর্থায়ন সমস্যা সমাধান করা গেলে যন্ত্রাংশ বিদেশেও রপ্তানি সম্ভব।

আসছে বাজেটে কৃষি আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে এ খাতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আমদানিতে আগাম কর প্রত্যাহার করা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে-থ্রেসার মেশিন, পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার, অপারেটেড সিডার, কম্বাইন্ড হারভেস্টর, রোটারি টিলার, উইডার (নিড়ানি) ও উইনোয়ার (ঝাড়াইকল)। পাশাপাশি স্ক্র্যাপ ভেসেল, স্টিল শিল্পের

ওয়েস্ট ও স্ক্র্যাপ, ফেরো অ্যালয়, স্পঞ্জ আয়রন, পিভিসি ও পেট রেজিন উৎপাদনে ব্যবহৃত ইথাইলিন গ্লাইকল, টেরেফথালিক অ্যাসিড, ইথাইলিন/প্রোপাইলিন আমদানি এবং উপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাজু বাদাম আমদানিতে আগাম কর প্রত্যাহার হচ্ছে।

বিদ্যমান ভ্যাট আইনটি আরও ব্যবসাবান্ধব ও যুগোপযোগী করতে আমদানি পর্যায়ে ভ্যাটের আগাম কর (এটি) হার কমানো হচ্ছে। ভ্যাট ফাঁকির জরিমানা ও সরল সুদ দুটোতেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে। আগাম কর হার ৪ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশ করা হচ্ছে। আর ভ্যাট ফাঁকির জরিমানা ও সরল সুদ হার দুটোই বাণিজ্য সহায়ক করতে যৌক্তিক করা হচ্ছে। বর্তমানে ফাঁকি দেওয়া ভ্যাটের দ্বিগুণ জরিমানা আরোপের বিধান রয়েছে। আগামী বাজেটে এটি কমিয়ে ভ্যাট ফাঁকির সমপরিমাণ জরিমানার বিধান করা হচ্ছে। এছাড়া সময়মতো ভ্যাট না দিলে ভ্যাট আইন অনুযায়ী মাসিক ২ শতাংশ হারে সরল সুদের বিধান রয়েছে। এটি বাজেটে এক শতাংশ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে ভ্যাট আদায় বাড়াতে বাজেটে মনিটরিংয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। রিটার্নের সঙ্গে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী জমা দেওয়ার বিধান রেখে ভ্যাট আইন সংশোধন করা হচ্ছে। এ জন্য আইনে নতুন ধারা যুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে আর্থিক বিবরণী জমা দিতে হয় না। আইন সংশোধন করে এক বছরের আর্থিক বিবরণী পরবর্তী বছরের প্রথম ছয় মাসের (করমেয়াদ) মধ্যে জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হচ্ছে।

এছাড়া রাজস্ব সুরক্ষায় জাল ও নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত সিগারেটের বিস্তার রোধে জেল-জরিমানার বিধান রেখে আইনে নতুন ধারা যুক্ত করা হচ্ছে। ফলে আগামীতে জাল বা ভুয়া বা পুনঃব্যবহৃত স্ট্যাম্প-ব্যান্ডরোল ব্যবহার করলে অথবা জাল ব্যান্ডরোল উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহণ বাজারজাত করলে এক বছরের কারাদণ্ড বা প্রদেয় করের সমপরিমাণ অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। শুধু তাই নয়, নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত কোনো পণ্য উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, পরিবহণ, বিপণন বা বিক্রয় করলেও একই সাজা ভোগ করতে হবে।

ঝিনাইদহের হলিধানী ইউনিয়নে উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৪নং হলিাধানী ইউনিয়নে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার সকাল ১১টায় হলিধানী ইউনিয়ন পরিষদের হল রুমে এ উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের বাজেট ধরা হয়েছে ৫৮,৩৮,২০৮/= (আটান্ন লাখ আটত্রিশ হাজার দুইশত আট) টাকা। এই উন্মুক্ত বাজেট পেশ করেন হলিধানী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোঃ মতিয়ার রহমান। এসময় হলিধানী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সৈকত আলী, ইউনিয়ন পরিষদের ৪নং ওয়ার্ডের মেম্বার আবুল হোসেনসহ সকল ওয়ার্ডের সাধারণ ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বারগণ এবং স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বাজেট সভা শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

লকডাউনে ব্যাংক লেনদেনের নতুন সময়

সর্বাত্মক লকডাউনের মেয়াদ আরও ৭ দিন বাড়িয়েছে সরকার। আগামী ৬ জুন পর্যন্ত লকডাউনের বিধিনিষেধ বহাল থাকবে। নতুন নির্দেশনায় ব্যাংকিং কার্যক্রম আরও আধা ঘণ্টা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

রোববার লকডাউনের মেয়াদ বাড়িয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পর বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রজ্ঞাপন জারি করে।

নতুন প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ব্যাংকের লেনদেন চলবে সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত। এরপর লেনদেনপরবর্তী কার্যক্রমের জন্য বিকাল

সাড়ে চারটা পর্যন্ত ব্যাংক খোলা থাকবে। আগামীকাল সোমবার (৩১ মে) থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের গত ১৩ এপ্রিল জারি করা প্রজ্ঞাপনের প্রদত্ত অন্য নির্দেশনাবলি অপরিবর্তিত থাকবে। স্বাভাবিক সময়ে ব্যাংকের লেনদেন হয় সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। তবে করোনায় সময় কমিয়ে আনলেও ধীরে ধীরে আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে ব্যাংকিং লেনদেন সময়।

ভ্যাটের আগাম কর কমছে

আগামী বাজেটে (২০২১-২২) ভ্যাট আইনে কাঠামোগত বড় পরিবর্তন আসছে। আইনটি আরও ব্যবসাবান্ধব ও যুগোপযোগী করতে আমদানি পর্যায়ে ভ্যাটের আগাম কর (অ্যাডভান্স ট্যাক্স বা এটি) হার কমানো হচ্ছে।

এছাড়া রিফান্ড জটিলতার কারণে কয়েকটি শিল্পকে আগাম কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। ভ্যাট ফাঁকির জরিমানা ও সরল সুদ দুটোতেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে। দেশীয় ইলেকট্রনিক্স শিল্পের স্বার্থে ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধার মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর হয়। আগাম করহার ছিল ৫ শতাংশ। চলতি বাজেটে স্থানীয় শিল্পের চলার পথ মসৃণ করতে আমদানি পর্যায়ে কাঁচামালের ওপর আগাম কর ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ করা হয়।

প্রসঙ্গত, পুরোনো আইনে আগাম করকে অগ্রিম ট্রেড ভ্যাট বা এটিভি বলা হতো। তখন মোটা দাগে, শুধু বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের এটিভি দিতে হতো। উৎপাদনমুখী শিল্প এটিভির আওতার বাইরে ছিল। কিন্তু নতুন আইনে কয়েকটি ছাড়া সব ধরনের শিল্পকে আমদানি পর্যায়ে আগাম কর দিতে হচ্ছে। এ কর ফেরত (রিফান্ড) দেওয়ার কথা থাকলেও নানা জটিলতায় উদ্যোক্তারা সময়মতো সেটি পাচ্ছেন না। এ নিয়ে শিল্প মালিকরা

দীর্ঘদিন ধরে আপত্তি জানিয়ে আসছেন।

সূত্রগুলো জানিয়েছে, ভ্যাটের কমপ্লায়েন্স বাড়াতে আগাম করপ্রথা চালু করা হয়। আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে জড়িত সব প্রতিষ্ঠান যেন ভ্যাট রিটার্ন দাখিল করে সেজন্য সব শিল্পকে আগাম করের আওতায় আনা হয়। কিন্তু যথাসময়ে রিফান্ড দিতে না পারায় পদ্ধতিটি সমালোচনার মুখে পড়েছে। এসব বিবেচনায় আগামী বাজেটে আগাম করহার ৪ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশ করা হচ্ছে।

শুধু তা-ই নয়, অনেক খাতকে বাজেটে আগাম করের আওতার বাইরে রাখা হচ্ছে। যেমন ব্যবসায়ী পর্যায়ে মোবাইল ফোন সেট ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশকে ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আগাম কর অব্যাহতি না দেওয়ায় রিফান্ড সৃষ্টি হচ্ছে।

একইভাবে স্টিল স্ক্র্যাপ, শিপ স্ক্র্যাপ, রডের ওপর টনপ্রতি এক থেকে ২ হাজার টাকা সুনির্দিষ্ট ভ্যাট আরোপিত আছে। অথচ আমদানি পর্যায়ে আগাম কর রয়েছে এবং যথারীতি রিফান্ড সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া সিমেন্ট, বেভারেজ ও সিরামিক খাতের মতো উৎপাদন পর্যায়ে যেসব শিল্পে মূল্য সংযোজনের হার ২৬ দশমিক ৬৭ শতাংশের কম, সেসব ক্ষেত্রে রিফান্ড সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রদেয় ভ্যাট থাকে না। তাই আগামী বাজেটে কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, মোবাইল ফোন, সিমেন্ট ও স্টিল শিল্পকে আগাম কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতে পারে।

এ বিষয়ে ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (ফিকি) সভাপতি রূপালী চৌধুরী বলেন, আগাম কর কমানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। তবে এটি পুরোপুরি উঠিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ এই টাকা পরে ফেরত পেতে নানা ঝামেলা হয়।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রহমান বলেন, ব্যবসায় আগাম কর থাকাই উচিত না। এ কর আদায় করে ফেরত দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। যদি ফেরতই দেওয়া হয়, তাহলে আদায় করা দরকার কী। তিনি আরও বলেন, অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের কথা বলা হচ্ছে। এখন ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা দিয়ে বাঁচাতে হবে। সামান্য ছাড় দিয়ে উৎসাহ দিলে চলবে না। আগাম করের খক্ষ বড়রা হজম করতে পারলেও ছোটরা পারছে না।

গবেষণা সংস্থা বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্টের (বিল্ড) চেয়ারম্যান আবুল কাশেম খান বলেন, কোনো কর অগ্রিম নেওয়ার যৌক্তিকতাই নেই। হোক সেটা অগ্রিম আয়কর (এআইটি) বা আগাম কর (এটি)। এ করোনা পরিস্থিতিতে সেটা তো আরও ভয়াবহ।

অগ্রিম কর নেওয়া হলে ব্যবসার ক্যাশ ফ্লো কমে যায়। তখন ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে সরকার একদিকে ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা দিচ্ছে, অন্যদিকে অগ্রিম করও আদায় করছে। এ প্রেক্ষাপটে অগ্রিম সব ধরনের কর আদায় বন্ধ রাখা উচিত।

অন্যদিকে ভ্যাট আইনে ফাঁকির জরিমানা ও সরল সুদ হার দুটোই কমানো হচ্ছে। বর্তমানে ভ্যাট ফাঁকির ক্ষেত্রে ফাঁকি দেওয়া ভ্যাটের দ্বিগুণ জরিমানা আরোপের বিধান রয়েছে। আগামী বাজেটে এটি কমিয়ে ফাঁকির সমপরিমাণ জরিমানার বিধান করা হচ্ছে। এছাড়া সময়মতো ভ্যাট না দেওয়ায় ভ্যাট আইন অনুযায়ী মাসিক ২ শতাংশ হারে সরল সুদের বিধান রয়েছে। এটি বাজেটে এক শতাংশ করা হচ্ছে।

এছাড়া দেশীয় ইলেকট্রনিক্স শিল্পের (এসি-ফ্রিজ) ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে। চলতি বছরের ৩০ জুন প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। বাজেটে শর্তসাপেক্ষে এ সুবিধার মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২৪ সাল পর্যন্ত করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সাল থেকে রেফ্রিজারেটর ও মোটরসাইকেল উৎপাদন শিল্পে ভ্যাট অব্যাহতি দিয়ে আসছে সরকার। চলতি বাজেটে মোটরসাইকেলকে এ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে শুধু এসি-ফ্রিজ এবং কম্প্রেসার উৎপাদন শিল্পে ভ্যাট অব্যাহতি রয়েছে।

বাংলাদেশ তামাক মুক্ত করতে প্রয়োজন তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। দেশের তরুণ প্রজন্মকে তামাক ব্যবহার হতে মুক্ত করতে পারলেই তা বাস্তবায়ন সম্ভব। কর বৃদ্ধি করে ধূমপান মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে শনিবার (২২ মে ২০২১) সকাল ১১টায় অনলাইন মিটিং ‘জুম’ প্লাটফর্মে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর

সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, এইড ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানার সভাপতিত্বে, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় অর্থনৈতিক গবেষনা ব্যুরো (বিইআর) তামাক কর প্রকল্পের ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, এইডের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার আবু নাসের অনীক এর সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশগ্রণ করেন, পদ্মার নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমান, দৈনিক লাখোকন্ঠের মেহেরপুর প্রতিনিধি প্রভাষক রফিকুল আলম, নড়াইল কন্ঠের সম্পাদক হাফিজুর রহমান, সাংবাদিক মিলন রহমান, এসসিডিও নির্বাহী পরিচালক শুকান্তা দাস, পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ইলিয়াস হোসেন, কেএসকেএস সংস্থার পরিচালক আরিন্দম দেবনাথ, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট প্রতিনিধি মিথুন বৈদ্য, ঢাকা ট্রিবিউন খুলনা প্রতিনিধি হেদায়েত হোসেন। মূল প্রবন্ধে জানা গেছে, প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে “রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে” তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও এর ওপর কর আরোপ করা হয়। কিন্তু করারোপের পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার কারণে এটি যেমন প্রত্যাশা মতো রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে পারে না তেমনি তামাকের ব্যবহার কাঙ্খিত মাত্রায় কমিয়ে আনতে পারে না। আমাদের দেশে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্যের ওপর শতাংশ হারে (অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতিতে) সম্পুরক শুল্ক আরোপ করা হয়। করারোপের এই পদ্ধতিটি জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ। এই কারণে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়লেও তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা যেমন কাঙ্খিত হারে কমছে না, তেমনি সরকারের রাজস্ব আয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে না। ফলে তামাক কোম্পানির মুনাফা অনাকাঙ্খিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর নিজস্ব নথিতে দেখা যায়, ২০০৯ থেকে ২০১৮ এই ১০ বছরে তাদের উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুন কিন্তু একই সময়ে তাদের মুনাফা বেড়েছে পাঁচ গুন। এই জটিল কর কাঠামোর কারণে সরকার কাঙ্খিত রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তামাক কোম্পানির মুনাফা অনাকাঙ্খিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তামাক কোম্পানির কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ থেকে যাচ্ছে। বক্তারা বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে সুনির্দিষ্ট সম্পুরক শুল্ক আরোপ পদ্ধতি বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত। বিশ্বে তামাক নিয়ন্ত্রণে সফল দেশগুলো ‘অ্যাড ভেলোরেম’ করারোপ পদ্ধতির পরিবর্তে ‘সুনির্দিষ্ট করারোপ’ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। ‘সুনির্দিষ্ট করারোপ’ পদ্ধতিতে দ্রব্যের মূল্যের ওপর শতাংশ হারে করারোপের পরিবর্তে দ্রব্যের পরিমাণের ওপর

সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কর নির্ধারণ করা হয়। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা হলে- এই পদ্ধতিটি সহজে বাস্তবায়ন করা যাবে, করের পরিমাণ নির্ণয় ও কর আদায় করা সহজ হবে, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে, সব ধরণের তামাকজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে, তামাক কোম্পানির কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ কমবে
বিশ^ স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী তামাক কর ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে বিশ্বের এমন ১৪৩ টি দেশের মধ্যে ৭৫.৫ ভাগ (১০৮ টি) দেশে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কোন না কোনভাবে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করারোপ করা হয়। এর মধ্যে ৫০ টি দেশে শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট কর এবং ৫৮ টি দেশে মিশ্র (সুনির্দিষ্ট ও অ্যাডভেলোরেম এক্সাইজ) করারোপ ব্যবস্থা রয়েছে। শুধুমাত্র অ্যাডভেলোরেম পদ্ধতিতে করারোপ করা হয় ৩৫ টি দেশে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং নেপাল ও সুনির্দিষ্ট করারোপ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। আবার ১৪৩ দেশের মধ্যে ১১৫ টি দেশে টহরভড়ৎসবফ কর ব্যবস্থা (কোন মূল্য স্তর নেই) চালু রয়েছে।
প্রতি বছরের মত এ বছরেও আমরা আসন্ন বাজেট লক্ষ্য করে সব ধরণের তামাকজাত দ্রব্যের ম্ল্যূ ও কর প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করেছি। বৈশ্বিক প্রেক্ষপট বিবেচনায় নিয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং তামাকের ব্যবহার কার্যকরভাবে কমিয়ে আনতে ‘২০২১-২২ অর্থ-বছর’ থেকে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের প্রস্তাব করেছি আমরা।
বক্তারা আরও বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের উপর্যুক্ত মূল্য বৃদ্ধি এবং করারোপের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে ১১ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দেবে এবং ৮ লক্ষ তরুণ নতুন করে ধূমপান শুরু করতে নিরুৎসাহিত হবে। পাশাপাশি ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে। এতে দীর্ঘ মেয়াদে ৮ লক্ষ তামাক ব্যবহারকারীর জীবন রক্ষা হবে। একইসঙ্গে রাজস্ব আয় প্রায় ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে। তাই আমাদের দাবী উপর্যুক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যে করারোপ করুন, এতে মানুষের জীবন বাঁচবে, রাজস্ব আয়ও বাড়বে।
পাশাপাশি সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম কার্যকর কৌশল হলো তামাক জাত দ্রব্যে দাম বাড়িয়ে এর সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করা। ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে হলে তামাকের ব্যবহার প্রতি বছর গড়ে ১.৫% হারে কমিয়ে আনতে হবে। ২০৪০ সালের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা বাড়বে যদি আরো আগেই তামাক ব্যবহারের প্রবণতা ব্যাপকহারে কমিয়ে আনা যায়। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ২০২১ সালের

মধ্যে বর্তমান তামাক ব্যবহারের প্রবণতা ২৮.৪% কমানোর লক্ষ্য স্থির করতে হবে। এটি সম্ভব হবে যদি যদি যথাযথ পরিমাণ ও পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্রব্যেরর ওপর করারোপ করা হয়। তাই জনগণের বৃহত্তর কণ্যাণ বিবেচনায় তামাকজাত দ্রবের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের বিষয়টি আসন্ন বাজেটে প্রতিফলন ঘটবে বলে আশা ব্যাক্ত করেন বক্তারা।

ছয় মাসে সরকারের ঋণ ৬৪ হাজার কোটি টাকা

কোভিড-১৯ মহামারিসহ সার্বিক ব্যয় মেটাতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ছয় মাসে প্রায় ৬৪ হাজার (৬৩ হাজার ৮২৫) কোটি টাকা দেনা করেছে সরকার।

এর মধ্যে বিদেশ থেকে নেওয়া ঋণের হার হচ্ছে ৩০ শতাংশ। বাকি ৭০ শতাংশ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ খাত (ব্যাংক, সঞ্চয়পত্র, ট্রেজারি বিল) থেকে নেওয়া হয়েছে। ঋণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অভ্যন্তরীণ খাত থেকে গত বছরের তুলনায় ঋণ নেওয়ার পরিমাণ বেড়েছে।

তবে কমেছে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দেশ থেকে ঋণ নেওয়া হার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঋণ বুলেটিন থেকে পাওয়া গেছে এসব তথ্য।

ঋণ নেওয়ার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে অর্থ মন্ত্রণালয় বলেছে, অভ্যন্তরীণ এবং সার্বিক ঋণ গ্রহণ মাত্রার হার অর্থনীতিতে এখনো কম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। পাশাপাশি ঋণগ্রহণ ও পরিশোধকারী হিসাবে বাংলাদেশ শক্ত অবস্থানে আছে।

জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, বিদেশি ঋণ গত বছরের তুলনায় কম নেওয়ার কারণ হচ্ছে ঋণের অর্থ ব্যবহার করতে পারছি না। অর্থাৎ কাজ হচ্ছে না। যা অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক নয়।

তিনি আরও বলেন, দেশের রাজস্ব আদায়ের গতি ভালো নয়। অন্যদিকে

করোনার কারণে নানা ধরনের প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিও চলছে। যে কারণে অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। তবে সার্বিক ঋণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে আশঙ্কার কিছু নেই। বাজেট ঘাটতি ৬ শতাংশের বেশি হলেও সমস্যা হবে না।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় গত দুই বছর সরকারের ব্যয় বেড়েছে। কারণ করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে রাখতে নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। যেখানে আর্থিক ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। এজন্য সম্প্রতি অর্থ বিভাগ থেকে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় না করার জন্য একটি নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সরকারের ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ১ লাখ ৮৯ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা।

এই ঋণ নেওয়া ঠিক করা হয় বাজেট ঘাটতির হিসাব করে। যে পরিমাণ বাজেট ঘাটতি থাকে সেটি পূরণ করতে ঋণ নেওয়া হয়। ঋণ মূলত দুটি উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়। একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ খাত- ব্যাংক ও সঞ্চয়পত্র।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দেশ। তবে দুটি খাত থেকে অর্থবছরের ছয় মাসে ঋণ নেওয়া হয়েছে ৬৩ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা। এটি লক্ষ্যমাত্রার ৩৮ শতাংশ।

সূত্র মতে, ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৮২ হাজার ২৪৯ কোটি টাকা। এর বিপরীতে ঋণ নেওয়া হয়েছে ২৪ হাজার ৮৮০ টাকা। এটি লক্ষ্যমাত্রার ৩০ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরে সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৩০ হাজার ৩০২ কোটি টাকা। ডিসেম্বর পর্যন্ত ঋণ নেওয়া হয়েছে ২০ হাজার ৪৮৭ কোটি টাকা। তবে সঞ্চয়পত্র ব্যুরোর হিসাবে গত মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ মাসে (জুলাই থেকে মার্চ) ৮৫ হাজার ৯৯০ কোটি ৬৫ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে। এটি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২০০ শতাংশের বেশি। জানা গেছে, ব্যাংকিং খাতে আমানতের সুদের হার ৫ শতাংশ বা এর নিচে অবস্থান করছে। তবে সে তুলনায় সঞ্চয়পত্র সুদের হার ডাবল ডিজিট রয়েছে। ফলে আমানতকারীরা এখন সঞ্চয়পত্রকে একমাত্র বিনিয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করছে। এজন্য সঞ্চয়পত্র বিক্রি বেড়ে গেছে।

ঋণ নেওয়া পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত ৬ মাসে ৫ বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে ১২ শতাংশ, পারিবারিক সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ নেওয়া হয় ৩৫ শতাংশ, তিন মাস মেয়াদি সঞ্চয়পত্র

থেকে ২৩ শতাংশ, পেনশনার সঞ্চয়পত্র থেকে ৮ শতাংশ, ওয়েজ আর্নার সঞ্চয়পত্র থেকে ৪ শতাংশ এবং অন্যান্য খাত থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে এক শতাংশ ঋণ। এ সময় অন্যান্য খাত থেকে নেওয়া হয়েছে ৩৯৭ কোটি টাকা।

করোনার কারণে সরকারের সার্বিক ব্যয় বেড়ে গেছে। ফলে দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ পেতে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিভিন্ন দাতা সংস্থাগুলোর কাছে চিঠি দিয়েছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে। এরই মধ্যে বেশকিছু সাড়াও পাওয়া গেছে।

চলতি অর্থবছরে বিদেশ থেকে ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৭২ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকা। এর থেকে অর্থবছরের ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) বিদেশি ঋণ পাওয়া গেছে ১৮ হাজার ৮৫৫ কোটি টাকা। এটি লক্ষ্যমাত্রার ২৬ শতাংশ এবং মোট ঋণের ৩০ শতাংশ। তবে গত বছরের তুলনায় বিদেশি ঋণ পাওয়া হার কমেছে।

ঋণ বুলেটিন সূত্র মতে, সবচেয়ে বেশি সহায়তা করছে বিশ্বব্যাংক। ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে গত ছয় মাসে বিদেশ থেকে ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রার ৩৮ শতাংশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক এ সংস্থা। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)। এ সংস্থা ঋণ দিয়েছে ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ। এছাড়া জাপান একটি বড় সহায়তার অবস্থানে আছে বিদেশি ঋণের ক্ষেত্রে।

সেখান থেকে ঋণ পাওয়া গেছে লক্ষ্যমাত্রার ১৭ শতাংশ। রাশিয়া থেকে ঋণ পাওয়া গেছে ৬ শতাংশ এবং চীন দিয়েছে ৩ দশমিক ৮৯ শতাংশ। পাশাপাশি চায়না (বিসি) থেকে পাওয়া গেছে ৩ শতাংশ এবং ভারত দিয়েছে ১ শতাংশ।

দামুড়হুদায় কম্বাইন্ড হার্ভেস্টারের মাধ্যমে বোরো

ধান কর্তন ও আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সমলয়ে চাষাবাদের বোরো ধান কর্তন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদার হাউলি মাঠে কম্বাইন্ড হার্ভেস্টারের মাধ্যমে ধান কর্তন ও একই এলাকার ঈদগা মাঠে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কম্বাইন্ড হার্ভেস্টারের মাধ্যমে বোরো ধান কর্তন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরল ইসলাম সরকার।
এসময় তিনি বলেন, এ দেশের অর্থনীতি মূলত ধান উৎপাদনের উপর নিভরশীল। দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে খাদ্য চাহিদা। নতুন নতুন বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় কমছে আবাদি জমির পরিমাণ। চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সুযোগ না থাকায় আধুনিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের মাধ্যমে কম খরচে অধিক ফলন বাড়াতে আমাদের উচ্চ ফলনশীল ও আধুনিক পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তেমনি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেমন খরচ কম হয়েছে তেমনি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কর্তন করলে একদিকে শ্রমিক কম লাগবে অন্যদিকে খরচ ও অনেকাংশে কমে যাবে এতে চাষিরা বাড়তি লাভবান হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি অধিদপ্তরের উপ পরিচালক আলী হাসান এর সভাপতিত্বে ধান কর্তন ও আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ অফিসার সুফি মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান ও উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান।

স্বাগত বক্তব্য কৃষি অফিসার কৃষিবিধ মনিরুজ্জামান বলেন,দিন দিন আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে কৃষিতে শ্রমিকের মজুরি বেড়ে যাচ্ছে, তাতে করে ধানের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে।এই কারণে কম্বাইন্ড হার্ভেস্টারের মাধ্যমে ধান কর্তন করতে সময় যেমন কম লাগবে সেই সাথে খরচও কম হবে।

উল্লেখ্য দেশের ৬১ জেলার মধ্যে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের অদুরে হাউলির ১নং সেচ পাম্পের মাঠে সমলয়ে চাষাবাদের আওতায় আধুনিক পদ্ধতিতে ১৫০ বিঘা জমিতে হাইব্রিড জাতের এই রোরো ধান রোপন করা

হয়।

দেড় বছর পর বেনাপোল দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি

দেড় বছর পর বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে দুটি ট্রাকে সাড়ে ৪২ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে। শুক্রবার সকালে বন্দর থেকে পেঁয়াজের চালান খালাস দেয়া হয়।

এর আগে উৎপাদন সংকট দেখিয়ে ২০১৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করেছিল ভারত সরকার।

বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় ভারতের পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে পেঁয়াজবোঝাই দুটি ট্রাক বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করে। কাস্টমস ও বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করে পণ্য ছাড়াতে আমদানিকারককে সহযোগিতা করেছেন সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট সেজুতি এন্টারপ্রাইজ।

প্রতি মেট্রিক টন পেঁয়াজের আমদানি মূল্য ধরা হয়েছে ১৪০ মার্কিন ডলার। পণ্য ছাড় করাতে সরকারকে আমদানি মূল্যের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ককর পরিশোধ করতে হচ্ছে।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি মফিজুর রহমান সজন বলেন, ভারত সরকার পেঁয়াজ আমদানির অনুমতিতে প্রথম দিকে দেশের অন্য বন্দর দিয়ে ওই ট্রাক প্রবেশ করলেও বেনাপোল বন্দর দিয়ে কোনো ট্রাক প্রবেশ করেনি। এতে বাজারে যে পরিমাণে পেঁয়াজের মূল্য কমার কথা ছিল তা কমেনি। বর্তমানে এ পথে পেঁয়াজ আমদানি হওয়ায় আশা করছেন বাজারে আগের চেয়ে দাম কমবে।

বেনাপোল বন্দরের উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) মামুন কবীর তরফদার বলেন, আমদানি করা পেঁয়াজ ব্যবসায়ীরা যাতে দ্রুত খালাস নিতে পারেন তার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গাংনী পৌর সভার হাট-বাজার টেন্ডার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

গাংনী পৌর সভার হাট-বাজার টেন্ডার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টার সময় পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে খোলা টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করেন প্রায় দশ জন দরদাতা। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতা গাংনী কাচা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাহাদুল ইসলাম ৪২ লাখ ৪২ হাজার ও নিকোটতম দরদাতা মোঃ মোশারফ হোসেন ৪১ লাখ উপস্থিত ছিলেন। টেন্ডার কার্যক্রমে গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলীর উপস্থিতিতে টেন্ডার কার্যক্রম শুরু করা হয়।
এ সময় পৌর কাউন্সিলর, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, পৌর সচিব, পৌর সভায় কর্মরত কর্মচারী ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ভূমি কর্মকর্তা ও শিক্ষক দম্পতির বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

কুষ্টিয়ায় শিক্ষক দম্পতিসহ ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে জেলা দুর্নীতি দমন কমিশন।
গত রবি ও সোমবার জ্ঞাত আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তি অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ বিশেষ আদালতে পৃথক ঘটনায় ৩টি মামলা হয়েছে।
মামলা সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতির বাড়াদি গ্রামের মৃত বাবর আলী মালিথার ছেলে নজরুল ইসলাম দৌলতপুর উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
তার বিরুদ্ধে ৫৭ লাখ ৫৪ হাজার ১শত ৮৪ টাকার জ্ঞাত আয়ের সাথে

অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগে মামলা হয়েছে। মামলা নং ৪ তারিখ ২৮/০২/২০১২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা অনুযায়ী শাস্তি যোগ্য অপরাধ।
অপরদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার চুয়াডাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক ওয়াহিদ মো: রাশেদ আমীন ও তার স্ত্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মোছা: রিনা খাতুনের নামে ৭০ লাখ ৮ হাজার ৫শত ৬১ টাকার আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তি অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগে ১মার্চ কুষ্টিয়ায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে। কুষ্টিয়ার দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক নাছরুল্লাহ হোসাইন বাদী হয়ে মামলাগুলো করেছেন। মামলা ৩টি একই ধারায় শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে জানা গেছে।